ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ 'সালার' এর সঙ্গেই মুক্তি পাচ্ছে 'ডানকি'

পৃঃ ৫

রোনালদো ম্যাজিকে ▶▶ ইউরোর মূল পর্বে পর্তুগাল

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮৬ ● কলকাতা ● ২৯ আশ্বিন, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার সহ তার পরিবারে নিরাপত্তার অভাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়

এরপর ৩ পাতায়

মোদির কাছে মণিপুরের চেয়ে

ইজরায়েলের পরিস্থিতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ

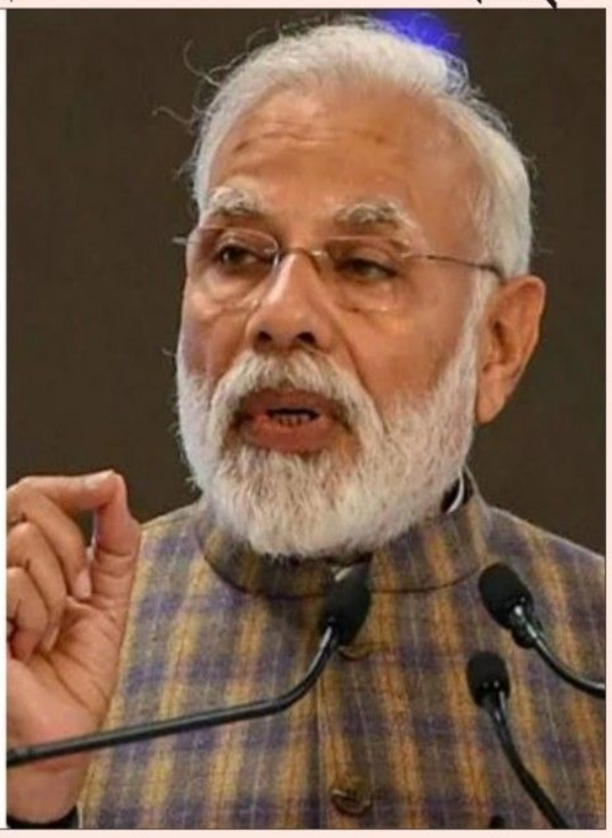

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরের চেয়ে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ নিয়ে বেশি আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী! মণিপুরে কী চলছে তার থেকেও বেশি ইজরায়েল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার! এই ভাষাতেই নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধী। দুদিনের সফরে ভোটমুখী মিজোরামে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ।প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতার খোঁচা, 'মণিপুরে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন। মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তবু মণিপুরে একবারও যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি প্রধানমন্ত্রী।' মোদির এই ভূমিকায় তিনি লজ্জিত বলেও দাবি করেছেন রাহুল।' প্রসঙ্গত. আগামী ৭ নভেম্বর মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সে রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে দুদিনের সফর সারছেন রাহুল গান্ধী।সোমবার সেখানে পদযাত্রাও করেছেন। সেই পদযাত্রা থেকেই মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাহুল।

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর কথায়, 'ইজরায়েলে কী হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত আগ্রহী। মণিপুরে কী হচ্ছে তা নিয়ে একটুও ভাবিত নয় সরকার। সরকারের এই ভূমিকা আমাকে অবার করেছে।' রাহুলের আরও অভিযোগ, 'রাজয় হিসেবে মণিপুরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে বিজেপি। মণিপুর আর একটা রাজয় নেই, খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে!'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ি ঘেরাও হল ঠাকুরনগরে, চরম অশান্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাংসদ এবং মন্ত্রী হয়েছেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য শান্তনু ঠাকুর। এই অভিযোগে সোমবার কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনুর বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল 'ইউনাইটেড ফোরাম ফর ইন্ডিয়া' নামে একটি সংগঠন। আর সেই বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে চরম কোলাহল ঠাকুরবাড়িতে।যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে মতুয়া মহাসঙ্ঘের সদস্যরা। মহাসঙ্ঘে কার্যকরী সভাপতি অনাদি বিশ্বাস বলেন, "আন্দোলনকারীদের দিক থেকে আমাদের অফিসে ইট মারা হয়েছে। মানিক ফকিরকে মারধরের কোনও দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েনি।"

বেশ কিছু ক্ষণ উত্তেজনার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পরিস্থিতি।ওই সংগঠন এবং মতুয়া মহাসঙ্ঘের লোকজন একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা, মারধরের অভিযোগ আনল। যদিও গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত শান্তনুর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী নিয়ে এই বিক্ষোভের মধ্যে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি কলকাতা পুরসভার বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে শহরে পা রাখবেন। সোমবার দুপুর

এরপর ৩ পাতায়

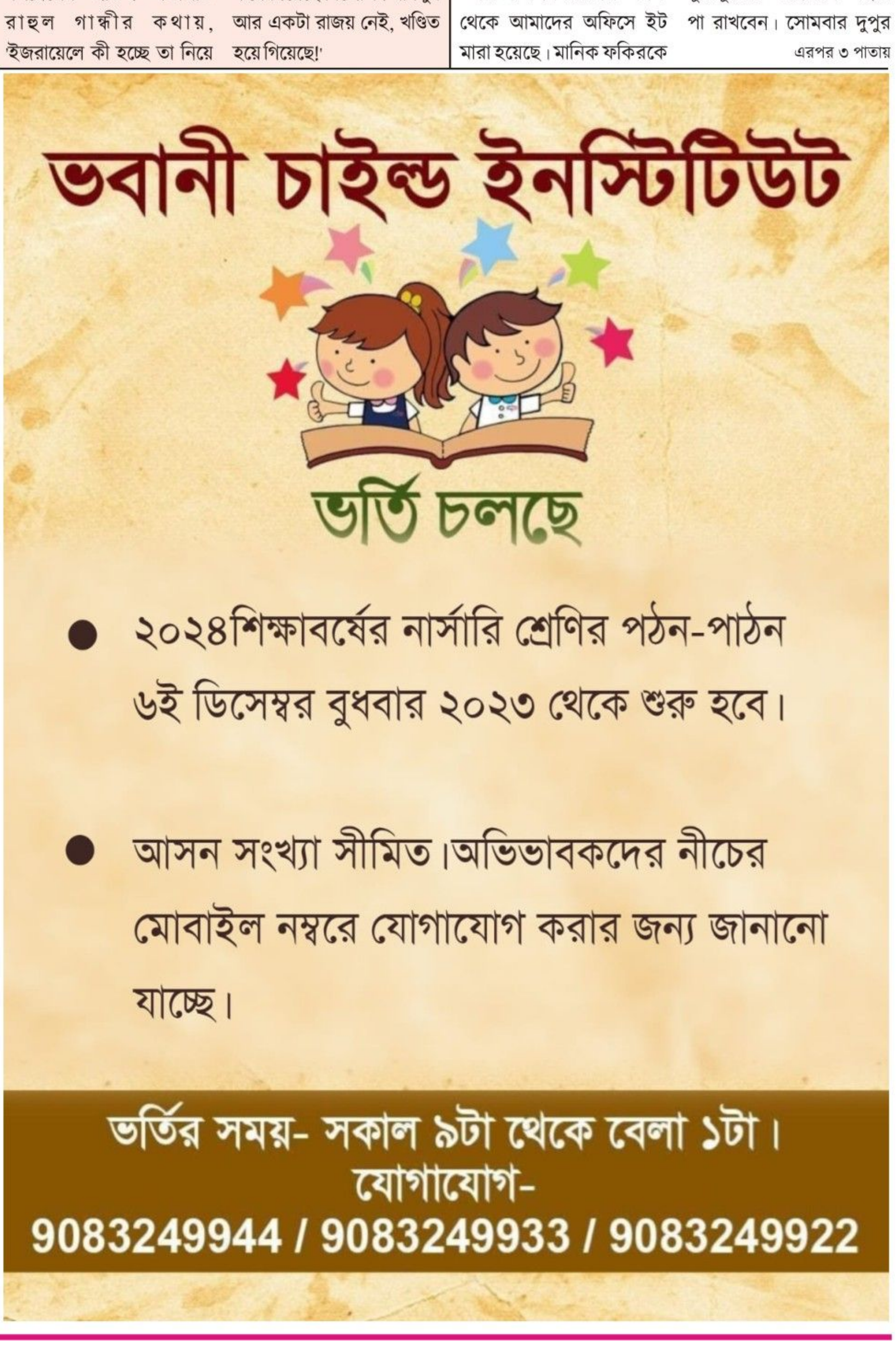

নয়াগ্রামের পূজা কমিটিগুলির

চেক প্রদানে প্রশাসন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : গতবছর প্রতিটি দুর্গা পূজা কমিটিকে ৬০ হাজার করে অনুদান দিয়েছিলো রাজ্য সরকার। এবারে আরও ১০ হাজার টাকা করে অনুদান বাড়িয়ে মোট ৭০ হাজার টাকা করে অনুদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণা মতো সোমবার নয়াগ্রামের বিভিন্ন থানা এলাকার পূজা কমিটি গুলির হাতে ৭০ হাজার টাকার চেক প্রদানের কাজ শুরু হয়। সোমবার নয়াগ্রাম থানা প্রাঙ্গনে প্রশাসনের সহযোগিতায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া ৭০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় নয়াগ্রাম ব্লক এলাকার ১১ টি দুর্গা পূজা কমিটির হাতে। অনুষ্ঠানে গোপীবল্লভপুরের ঝউচণ্ড কৃষ্ণ গোপাল মিনা, নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষাল, নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা সঞ্চিতা ঘোষ সহ অন্যান্য প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পূজা কমিটির উদ্যোক্তাদের হাতে রাজ্য সরকারের ৭০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পূজোর দিন গুলিতে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে পূজা কমিটিগুলিকে অবগত করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

ডঃ মনোহর সিং গিলের প্রয়াণে ভারতের নির্বাচন কমিশন শোকপ্রকাশ করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লিতে আজ প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ডঃ মনোহর সিং গিলের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। "ডঃ মনোহর সিং গিল দেশের ১১তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। ভারতের নির্বাচন কমিশন ১১তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে। ডঃ এম এস গিল ১৯৫৮ ব্যাচের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পাঞ্জাব ক্যাডারের একজন দক্ষ আধিকারিক ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে ২০০১ সালের ১৩ জুন পর্যন্ত দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। তিনি শ্রী টি এন শেষনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ ও ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন, ১৯৯৭ সালে একাদশ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ২০টিরও বেশি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন করে।

তাঁর নেতৃত্ব এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রতি দায়বদ্ধতা ভারতের নির্বাচন কমিশনে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। ব্যতিক্রমী এবং স্বতন্ত্র কাজের জন্য একজন সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে শ্রী গিলকে ২০০০ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। আমরা বিদেহী আত্মার জন্য প্রার্থনা করি ও গভীর শোক জানাই।"

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম দেশকে

নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মহিলাদের আহ্বান : প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম-এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি-র লেখা একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে;

"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @kishanreddybjp লিখেছেন সম্প্রতি পাশ হওয়া নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম কিভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রতীক এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মহিলাদের আহ্বান হয়ে উঠেছে।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ফ্লিপকার্টের বিবিডি সেলে নাথিং ফোন (2) 32,999/- INR

এর অবিশ্বাস্য মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে

- ফোন (2) যার দাম 44,999/- INR এখন সীমিত সময়ের জন্য 32,999/- INR এ পাওয়া যাচ্ছে, বাছাই করা ব্যাঙ্ক কার্ডগুলিতে 3000/- INR ছাড় এবং 4000/- INR বোনাস বিনিময় অফার সহ
- নাথিং ফ্লিপকার্টে এক্সক্লুসিভ ভাবে সাদা রঙে ফোন (2) 8GB/128GB লঞ্চ করছে
- স্ন্যাপড্রাগনস 8+ জেন 1 মোবাইল প্ল্যাটফর্ম দ্বারা চালিত, ফোন (2) একটি শক্তিশালী 50MP ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা এবং LTPO সহ একটি অত্যাশ্চর্য 120 Hz 6.7-ইঞ্চি অগঙখউউ ডিসপ্লে নিয়ে আছে
- ফ্লিপকার্টে 4.4 রেটিং সহ, নাথিং ফোন (2) এই দামের সীমার মধ্যে সেরা রেটযুক্ত স্মার্টফোনগুলির মধ্যে একটি এবং অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য সেলস সার্ভিসে সেরা রেটিং পেয়েছে

Kolkata, 1 October 2023: নিউজ সারাদিন : লন্ডন-ভিত্তিক কনজিউমার টেক ব্র্যান্ড, নাথিং এর সম্প্রতি লঞ্চ করা ফোন (2), যার আসল দাম ছিল 44,999/- INR, 8ই অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ফ্লিপকার্ট বিগ বিলিয়ন ডেজ সেলে 32,999/- INR ডিসকাউন্ট মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সাথে সদস্যরা এক দিন আগে থেকে নাথিং-এর বিশেষ মূল্যে অ্যাক্সেস পাবেন।

ফ্লিপকার্টের বিগ বিলিয়ন ডেজ সেলের সময় নাথিং ফোন (2) কেনার শীর্ষ কারণগুলি এখানে রয়েছে:

প্রিমিয়াম পারফরমেন্স: স্ন্যাপড্রাগনস 8+ Gen 1 মোবাইল প্ল্যাটফর্ম এবং 4700 mAh ব্যাটারি সহ, ফোন (2) দ্রুত কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি সরবরাহ করে। ইউসাররা দ্রুত এবং ওয়্যার ছাড়া চার্জ করতে পারেন, এবং 20 মিনিটেরও কম সময়ে 50% চার্জে পৌঁছাতে পারেন। ফোন (2) ব্যাটারি লাইফের সাথে আপস না করে সর্বোত্তম শক্তি খরচ এবং সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে 120 Hz থেকে 1z পর্যন্ত অভিযোজিত রিফ্রেশ রেট সহ 120 Hz 6.7-ইঞ্চি LTPO AMOLED ডিসপ্লে অফার করে।

শক্তিশালী ক্যামেরা: ফোন (2) নাথিং এর সবচেয়ে প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ক্যামেরা অফার করে যাতে একটি 32 এমপি ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং একটি ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সিস্টেম রয়েছে। ক্যামেরায় দুটি উন্নত 50 এমপি সেন্সর রয়েছে, যার প্রধান সেন্সর হিসাবে Sony IMX890 রয়েছে। একটি উন্নত 18-বিট ইমেজ সিগন্যাল প্রসেসর (ISP) দিয়ে সজ্জিত, ফোন (2) 4,000 বার পর্যন্ত ক্যামেরা ডেটা প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা রাখে।

আইকনিক ডিজাইন: ফোন (2) বর্ধিত নান্দনিকতা প্রদর্শন করে, যা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রতিসম নকশা পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে যা প্রতিটি উপাদানের আকার, রং, অবস্থান এবং টেক্সচারকে সাবধানে বিবেচনা করে।

নতুন গ্লাইফ ইন্টারফেস: গ্লাইফ ইন্টারফেস স্ক্রিনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন ছাড়াই প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে। ইউসাররা কন্টাক্ট এবং অ্যাপগুলিতে পার্সোনালাইসড লাইট এবং শব্দের ক্রম বরাদ্দ করতে পারেন, যাতে তারা আগত নোটিফিকেশনের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে পারে। ডেলিভারি এবং রাইড শেয়ার অ্যাপের সাথে উবার এবং জোমাটোর মতো অ্যাপ ইন্টিগ্রেশনও রয়েছে, যেখানে ইউসাররা স্ক্রিনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন ছাড়াই গ্লাইফ ইন্টারফেসের মাধ্যমে গাড়ির আগমন এবং ডেলিভারি ট্র্যাক করতে পারে।

নাথিং OS 2.0: নাথিং OS 2.0 ইউসারদের নতুন ফোল্ডার লেআউট এবং চিত্রিত কভার প্রবর্তনের সময় গ্রিড ডিজাইন, উইজেটের আকার এবং রঙের থিম কাস্টমাইজ করার ক্ষমতা দেয়।

কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স এবং রেটিং: সম্প্রতি পরিচালিত গ্রেট ইন্ডিয়ান স্মার্টফোন সমীক্ষায়, ক্যামেরা এবং সফটওয়্যারে সেরা পারফর্মিং অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলির মধ্যে একটি হিসাবে নাথিং ভোট পেয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে সেরা বিক্রয়োত্তর অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য স্বীকৃত, এবং 3 বছরেরও কম সময়ে গ্রাহকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য, নাথিং সারা দেশে 19000 পিন কোড পরিবেশন করে 230 থেকে 300'র বেশি পরিষেবা কেন্দ্রের কভারেজ প্রসারিত করেছে।

বিবিডি এক্সক্লুসিভ:

নাথিং ফোন (2) সাদা 8GB/128GB এক্সক্লুসিভলি ফ্লিপকার্টে 32,999/- INR এর বিশেষ বিবিডি মূল্যে লঞ্চ করছে। এটি ইতিমধ্যেই গ্রে রঙে পাওয়া যাচ্ছে।

এটি ছাড়া, ফোন (2) 12GB/256GB (37,999 INR) এবং 12GB/512GB (42,999 INR) উভয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে। এই দামগুলির মধ্যে রয়েছে সীমিত সময়ের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, এক্সিস ব্যাঙ্ক এবং কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক কার্ডে 3000/- টাকার তাতক্ষণিক ছাড়ের অফার এবং যোগ্য স্মার্টফোন ডিভাইসের বিনিময়ে 4000/- INR এক্সচেঞ্জ বোনাস অফার। আনুষাঙ্গিক অফারগুলির মধ্যে রয়েছে: 1,999 INR এ পাওয়ার (45W) অ্যাডাপ্টার, 4,999 INR এ ইয়ার (স্টিক) এবং 6,999 INR এ ইয়ার (2)। শর্ত প্রযোজ্য. অফার স্টক শেষ পর্যন্ত বৈধ।

আরও তথ্যের জন্য এবং সর্বশেষ ডিল এবং অফার সম্পর্কে আপডেট থাকতে ভিজিট করুন <Flipkart Nothing Home Page>

আহত বাঘিনীকে কখনও শিকার করবেন না -

ডিজনি+ হটস্টার আরিয়া সিজন ৩-এর ট্রেলার প্রকাশ করছে, ৩রা নভেম্বর মুক্তি পাবে

~ সুস্মিতা সেন এবং রাম মাধবানি ডিজনি+ হটস্টারের আরিয়া সিজন ৩ -এর সাথে ফিরে আসায় শিকারটি শিকারী হয়েছে ~

ট্রেলারটি এখানে দেখুন -

Kolkata, 12B A‡±vei, 2023: নিউজ সারাদিন : আপনে উসকে বারে মেই জো সুনা হ্যায় ওহ বিলকুল সাচ হ্যায়। শিকার শুরু হয় যখন ক্ষমতা ও ক্রোধের রাজকীয় রানী বজ্রকণ্ঠে গর্জন নিয়ে ফিরে আসে! ডিজনি+ হটস্টার আজ এমি মনোনীত এবং ভক্তদের প্রিয় ওয়েব সিরিজ - আরিয়া এর তৃতীয় সিজনের ট্রেলার প্রকাশ করেছে, যা উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অ্যাকশন এবং ড্রামা দিয়ে আরিয়া সারিনের বিশ্বকে এক ধাপ উপরে নিয়ে গেছে। পারিবারিক গতিশীলতা, বিপজ্জনক ব্যবসা, অতীতের প্রতিশোধ এবং নতুন শত্রুর জগতে ডুবে থাকা, আরিয়া কি বেঁচে থাকবে? খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা রাম মাধবানি কর্তৃক নির্মিত এবং সহ-পরিচালিত, অমিতা মাধবনি, রাম মাধবানি, রাম মাধবানি ফিল্মস এবং এন্ডেমোল শাইন ইন্ডিয়া এর যৌথ-প্রযোজনায়, আরিয়া সিজন ৩ আগামী ৩রা নভেম্বর থেকে ডিজনি+ হটস্টারে সম্প্রচারিত হতে চলেছে। আরিয়া সারিনের চরিত্রে সুস্মিতা সেন অভিনীত এই ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন ইলা অরুণ, সিকান্দার খের, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, বিকাশ কুমার, মায়া সারাও, গীতাঞ্জলি কুলকার্নি, শ্বেতা পাসরিচা, বীরেন ভাজিরানি, প্রত্যয় পানওয়ার, আরুষি বাজাজ, ভূপেন্দ্র জাদাওয়াত এবং বিশ্বজিৎ প্রধান। গেমের গর্জনকারী শেরনি তার নখকে তীক্ষ্ণ করেছে এবং আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত!

(অনুমোদিত)আরিয়া চরিত্রে ফিরে এসে সুস্মিতা সেন বলেন, "আরিয়া আমার মুকুটের সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন। তাকে চিত্রিত করা একটি শক্তিশালী যাত্রা ছিল। আরিয়ার তৃতীয় সিজনের জন্য আমার উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে যে তিনি পুরোপুরি নির্লজ্জ এবং একবার তার সাথে খেলে জীবনের খেলায় রাজত্ব করছেন। তিনি নতুন শত্রু এবং নতুন মিত্র তৈরি করছেন কারণ এই শেরনি এখন শহরের নতুন ডন। রাম মাধবানি এই নতুন মরসুমে অ্যাকশন, আবেগ এবং টুইস্টগুলি তিনগুণ বাড়িয়েছেন, তাই কেবল মাত্র ডিজনি+ হটস্টারে শেরনির সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হোন।"

গৌরব ব্যানার্জি, হেড-কন্টেন্ট, ডিজনি+ হটস্টার এবং এইচএসএম এন্টারটেইনমেন্ট নেটওয়ার্ক, ডিজনি স্টার, বলেন, "আরিয়ার তৃতীয় সিজন ঘোষণা করার পর থেকে, যে প্রেম এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তা অসাধারণ। যখন আমরা ডিজনি+ হটস্টারে আরিয়ার সাথে শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের মনে হয়েছিল এটি বড় হতে চলেছে তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি যে ভালবাসা পেয়েছে তা অত্যন্ত সন্তোষজনক। সিরিজটির নিয়ে আমাদের একটি অসাধারণ যাত্রা হয়েছে এবং আরিয়া ৩-এর সাথে আরেকটি আকর্ষণীয় সিজন উপস্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। সুস্মিতা একজন সত্যিকারের শেরনি এবং রাম মাধবানি এবং অমিতা মাধবানীর সাথে কাজ করা সবসময়ই আনন্দের।"

আরিয়া (সিজন ১, সিজন ২ এবং সিজন ৩) এর নির্মাতা, সহ-প্রযোজক এবং সহ-পরিচালক রাম মাধবানি বলেন, "আরিয়া তার নিজস্ব একটি উত্থানমূলক যাত্রা। অতীতে তাকে ক্ষতবিক্ষত এবং আঘাত করা হয়েছিল, তবে বাঘের চেয়ে ও বেশি বিপজ্জনক, বাঘিনী শিকার করা। উপরন্তু, এই সিজনে প্রতিহিংসা, ত্যাগ এবং বিশ্বাসঘাতকতার থিমগুলি অন্বেষণ করা হবে; নতুন শত্রু এবং নতুন মিত্র রয়েছে যা কেবল এই যাত্রাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। দর্শকরা এই সিজনে আরও গভীরে ডুব দেওয়ার সাথে সাথে তারা ভাবতে পারেন যে আরিয়া এই গেমটি খেলতে পারে বা এর মূলে থাকতে পারে। তাই, আমি বলব, নিজেকে প্রস্তুত করুন এবং আরিয়ার জ্বলন্ত তৃতীয় সিজনের জন্য ডিজনি+ হটস্টারের সাথে থাকুন।"

আরিয়া সিজন ৩-এর

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে, দুর্গা মায়ের মূর্তির শুভ উদ্বোধন করলেন আসামের রাজ্যপাল

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর নিজের হাতে তৈরি দুর্গা মায়ের মূর্তির শুভ উদ্বোধন করছেন আসামের রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া । রয়েছেন পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, রাজ্যপাল পত্নী অনিতা কাটারিয়া প্রমুখ ।

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ি ঘেরাও হল ঠাকুরনগরে, চরম অশান্তি

২টো নাগাদ ঠাকুরবাড়ি ঘেরাও করে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ভোট ফর ইন্ডিয়া' সংগঠন। তাদের অভিযোগ, "সিএএ-এর নামে মানুষকে ভাঁওতা দিয়েছেন শান্তনু। সিএএ- এর মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে মতুয়া নেতা শান্তনু ঠাকুর উদ্বাস্তুদের ভোট নিয়ে সংসদ এবং মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাননি।" কয়েকশো মতুয়া এবং উদ্বাস্তু মানুষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। বাধা পেয়ে তাঁরা ঠাকুরবাড়ির সামনে রাস্তায় বসে পড়েন। সংগঠনের উপদেষ্টা মানিক ফকিরকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। তার পর আরও ঘোরালো হয় পরিস্থিতি। অভিযোগ, শান্তনুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া হবে বলে মানিককে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে। মানিকের দাবি, তাঁকে বেদম মারধর করেছেন আরএসএসের লোকজন। তাঁর কথায়, "শান্তনু ঠাকুরকে বলব, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবেন বলেছিলেন। এমনকি, সিএএ- ২০১৯ আইনে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এ নিয়ে প্রশ্ন করতে যেতাম। কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করল। কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাকে ঠেলে দিয়েছে। আরএসএসের লোকজন আমায় প্রচুর মেরেছে।"

১-ম পাতার পর

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার সহ তার পরিবারে নিরাপত্তার অভাব

সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই

স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। বুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচচতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত।আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

প্রধানমন্ত্রী সমুদ্র ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অংশীদারিত্বের জন্য

৩০০-রও বেশি সমঝোতাপত্র উৎসর্গও করবেন

নতুন দিল্লি, ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ অক্টোবর ২০২৩ বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে তৃতীয় গ্লোবাল মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট (জিএমআইএস)-এর উদ্বোধন করবেন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মুম্বাইয়ের এমএমআরডিএ ময়দানে ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভারতের সামুদ্রিক নীল অর্থনীতির জন্য 'অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭' নামে দীর্ঘ মেয়াদী নীল নক্সার উন্মোচন করবেন। বন্দরের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে কৌশলগত উদ্যোগের কথা আছে এই নীল নক্সায়। এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সামুদ্রিক নীল অর্থনীতির জন্য 'অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭'-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২৩ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ ও শিলান্যাস করবেন। প্রধানমন্ত্রী সবরকম মরশুমের উপযুক্ত টুনা টেকরা ডিপ ড্রাফট টার্মিনালের শিলান্যাস করবেন। এটি ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যে তৈরি হবে গুজরাটে দীনদয়াল পোর্ট অথরিটিতে। এই অত্যাধুনিক গ্রীন ফিল্ড টার্মিনালটি তৈরি হবে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হাব হিসেবে গড়ে উঠবে এই টার্মিনাল। এখানে ১৮ হাজার টোয়েন্টি ফুট ইক্যুইভ্যালেন্ট ইউনিট (টিইইউ)-এর বেশি অত্যাধুনিক জাহাজে মাল ওঠা নামা করা হবে এবং এটি ইন্ডিয়া-মিডলইস্ট-ইউরোপ ইকনমিক করিডোর (আইএমইইসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় বাণিজ্যে গেটওয়ে হিসেবে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সামুদ্রিক ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অংশীদারিত্বের জন্য ৭ লক্ষ কোটি টাকা বেশি মূল্যের ৩০০-র বেশি সমঝোতাপত্রও উৎসর্গ করবেন।

এই শীর্ষ সম্মেলন দেশের সবচেয়ে বড় জলপথ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়ার (মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং বিমস্টেক অঞ্চল সহ) দেশগুলির মন্ত্রীরা অংশ নেবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সারা বিশ্বের সিইও, বাণিজ্য জগতের শীর্ষকর্তা, লগ্নিকারিরা, আধিকারিকরা এবং সারা বিশ্বের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়া দেশের একাধিক রাজ্যের মন্ত্রী এবং অন্য বিশিষ্ট জন এই শিখর সম্মেলনে অংশ নেবেন।

তিনদিনের শিখর সম্মেলনে আলোচনা হবে ভবিষ্যতের বন্দর; কার্বন দূরীকরণ; উপকূল অঞ্চলে জাহাজ এবং অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন; জাহাজ নির্মাণ; মেরামতি এবং পুনর্নির্মাণ; অর্থ, বিমা এবং সালিশি; সামুদ্রিক গুচ্ছ; উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি; সমুদ্র সুরক্ষা ও নিরাপত্তা; এবং সামুদ্রিক পর্যটন সহ বিভিন্ন সমুদ্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় হবে। দেশের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে লগ্নি আকর্ষণ করার জন্য এই শিখর সম্মেলন চমকপ্রদ একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

প্রথম মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালে মুম্বাইতে। দ্বিতীয় মেরিটাইম সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালে ভার্চুয়াল মাধ্যমে।

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের জের,

মুসলিম শিশুকে কুপিয়ে খুন মার্কিনি বৃদ্ধের!

শিকাগো, ১৬ অক্টোবর: নিউজ সারাদিন : ইজরায়েল ও হামাস সংঘর্ষের জের । মুসলিম হওয়ায় শিশু ও যুবতীকে একাধিকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করল ৭১ বছরের বৃদ্ধ !এই হামলার ঘটনায় জোসেফ এম সিজুবার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে । তবে নিহত শিশু ও আহত যুবতীর নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ । কিন্তু একজন ব্যক্তি নিজেকে ছেলেটির মামা বলে পরিচয় দেন । ইউসেফ হ্যানন জখম মহিলাকে মৃত শিশুটির মা বলে দাবি করেছেন । তিনি বলেন,"আমরা পশু নই, আমরা মানুষ । আমরা চাই সকলে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে দেখুক, আমাদের মানুষ হিসেবে অনুভব করুক, আমাদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে আচরণ করুক, কারণ এটাই আমরা । "ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ বছরের নাবালকের । গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৩২ বছর বয়সি যুবতীকে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার শিকাগোয় । রবিবার অভিযুক্ত ৭১ বছর বয়সি জোসেফ এম সিজুবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । অভিযুক্ত শিকাগোর ইলিনয়ের বাসিন্দা । মৃত নাবালক ও যুবতী সম্পর্কে মা ও ছেলে বলে দাবি করেছেন শিশুটির মামা । জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বৃদ্ধ মনে করেন যে মুসলিমদের জন্য ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে । তাই এই যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসাবে ওই মুসলিম মহিলা ও শিশুর উপর হামলা চালান তিনি । এমনটাই দাবি পুলিশের ।সূত্রের খবর, সাম্প্রতিককালে ইজরায়েল ও হামাসের সংঘর্ষের প্রভাব পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে । মার্কিন শহরগুলিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে বলে সতর্কতাও জারি করে পুলিশ ও প্রশাসন । সোশাল মিডিয়াতে ইহুদি এবং মুসলিম গোষ্ঠীগুলি হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে । এরপরেই এই হামলার ঘটনা সামনে এল । উইল কাউন্টি শেরিফের অফিস সোশাল মিডিয়ায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শিকাগো শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্লেইনফিল্ড টাউনশিপের একটি এলাকায় শনিবার সকালে অফিসাররা মহিলা এবং ছেলেটিকে খুঁজে পান । হাসপাতালে নিয়ে গেলে ছেলেটিকে মৃত ঘোষণা করা হয় । মহিলার গায়ে একাধিক ছুরিকাঘাতের ক্ষত ছিল । শিশুটির ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, তাকেও বেশ কয়েকবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে । শেরিফের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গোয়েন্দারা নিশ্চিত করেছে যে মহিলা ও শিশুকে টার্গেট করা হয়েছিল এবং পরিকল্পনা করে আক্রমণ চালানো হয়েছে তাদের উপর । তাদের উপর হামলা চালানোর মূল কারণ হল, তারা মুসলিম ।আর হামাস ও ইজরায়েলে মধ্যে চলমান সংঘর্ষের কারণেই এই হামলা চালানো হয়েছে ।"

উইল কাউন্টি শেরিফের অফিসের তরফে জানা গিয়েছে, জখম মহিলা ৯১১ নম্বরে ফোন করেছিলেন । তাতে তিনি জানান, তাঁর বাড়িওয়ালা তাঁকে একটি ছুরি দিয়ে আক্রমণ করছেন । তিনি প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির শৌচালয়ে লুকিয়ে রয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন । হামলার পরই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনিবার ওই বাড়ির বাইরে দেখতে পাওয়া যায় । তাঁর কপালে কাটার দাগ ছিল । তিনি আবাসনের ড্রাইভওয়ের কাছে মাটিতে সোজা হয়ে বসে ছিলেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ।

অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন প্রমাণ করছে

যে এটি পট পরিবর্তন করতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতে অভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন।

অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালের লেখা একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়কারী পরিবহনের মাধ্যম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে;

"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @sarbanandsonwal লিখেছেন কিভাবে ২০১৪-র পর থেকে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন প্রমাণ করছে যে সেটি পট পরিবর্তন করতে পারে, পাশাপাশি কিভাবে এটি পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়কারী পরিবহনের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৮৬ সংখ্যা ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ মঙ্গলবার ২৯ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রাজ্যপাল সই করেননি বলেই মুলতুবি অধিবেশন? স্পিকারকে প্রশ্ন শুভেন্দুর

সোমবার বেলা ১২ টায় শুরু হয় বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। ১২ থেকে ১৩ মিনিট পরই সেই অধিবেশন মুলতুবি করার কথা ঘোষণা করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যু হয়েছে বলেই অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হল। এদিন বিল পেশ করা হলেও, রাজ্যপালের সম্মতি না থাকায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়নি।গত ৩ অক্টোবর প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়। ১৯৮১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কুমারগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন তিনি। মাঝে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর জন্য বিধানসভা মুলতুবি হয়ে যায় এদিন। পরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিলে পেশ করার পর আলোচনার জন্য রাজ্যপালের অনুমোদন লাগে। সেটা না মেলায় আলোচনা হয়নি। অনুমোদন দিলে আলোচনা হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, “আবার বিশেষ অধিবেশন হতে পারে। তবে সেটা স্পিকারের উপর নির্ভর করবে।” এদিকে বিজেপি বলছে, তৃণমূলের অপদার্থতার জন্যই আজ মুখ পুড়ল সরকারের।বিজেপির দাবি, প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুর বিষয়টা অজুহাত মাত্র। আসলে রাজ্যপালের স্বাক্ষর না হওয়াতেই বিধানসভা মুলতুবি হয়ে গেল। এই অধিবেশন নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল বিজেপির। সোমবারও শুরু থেকেই বিক্ষোভ দেখান বিরোধী দলের বিধায়কেরা।

সম্প্রতি বিধায়ক ও মন্ত্রীদের ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই ভাতা বাড়াতে গেলে সংশোধনী আইন আনা প্রয়োজন, সেই সংশোধনী আনার জন্যই সোমবার ডাকা হয়েছিল অধিবেশন। বিধায়কদের ভাতা সংক্রান্ত বিলটি এদিন পেশ করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও মন্ত্রীদের ভাতা সংক্রান্ত বিলটি পেশ করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।এরপরই স্পিকার বলেন‘প্রাক্তন বিধায়ক মারা গিয়েছেন। তাই আলোচনা হবে না’ এ কথা শুনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন,‘সোজা কথা বলুন রাজ্যপাল সই করেননি’ এরপরই বিধানসভা মুলতুবি হয়ে যায়।

কলকাতায় এক ঘণ্টার ঝোড়ো সফর শাহের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পুজোর বাদ্যি বেজে গিয়েছে কলকাতায়। মহালয়ার পর পুজোর উন্মাদনা আরও বেড়েছে। শহরের বেশ কিছু বড় পুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। তাই মহালয়া থেকেই ঠাকুর দেখার ভিড় চোখে পড়ছে। পুজোর এই কলকাতায় সোমবার দ্বিতীয়া তিথিতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক ঘণ্টার ঝটিতি সফরে তিনি যাবেন শিয়ালদহের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধনে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে রবিবার সল্টলেকে বৈঠক করেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানে শুভেন্দু ছাড়াও ছিলেন শঙ্কর ঘোষ, মঙ্গল পাণ্ডে, অগ্নিমিত্রা পাল, লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁরাই ঠিক করেন সোমবারের শাহী সফরে কে কোথায় থাকবেন, কার দায়িত্ব কী হবে। উল্লেখ্য, রবিবার বিকেল পর্যন্তও শাহের এই সফরের কথা জানা ছিল না দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপের। পরে অবশ্য তিনি জানান, তাঁকে দলের তরফে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং হেলিপ্যাডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ায় শাহের পর ষষ্ঠীর দিন কলকাতায় আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকটি পুজোয় যাবেন তিনি। সেই সফরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপির উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষকে। সে দিনের কর্মসূচি নিয়েও বৈঠক হয়ে গিয়েছে।ক্ষণিকের এই শাহী সফরের জন্য শহরে 'ফিল্ডিং' সাজিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

সোমবার বিকেল ৩টে ২০ নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন শাহ। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে থাকবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিমানবন্দর থেকে শাহ হেলিকপ্টারে যাবেন রেসকোর্স হেলিপ্যাডে। সুকান্ত তাঁর সঙ্গেই কপ্টারে থাকবেন।

রেসকোর্সে সেখানে শাহকে স্বাগত জানাতে হাজির থাকবেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ, রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি মধুছন্দা কর, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। রেসকোর্স থেকে ৩টে ৪০ মিনিটের মধ্যে শাহের কনভয় শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা দেবে। বিকেল ৪টেয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজো উদ্বোধন করবেন তিনি। পুজো উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে শাহের সঙ্গে সুকান্ত ছাড়াও থাকবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্য নেতারা। রাহুল সিংহ, শঙ্কর ঘোষ, জগন্নাথ সরকার, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতোরা বিকেল থেকে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে থাকবেন। উল্লেখ্য, শঙ্কর ঘোষ এবং জগন্নাথ সরকার হেলিপ্যাড এবং পুজোর অনুষ্ঠান দুই জায়গাতেই শাহের সঙ্গে থাকছেন। ফলে তাঁরা রেসকোর্স থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত শাহের কনভয়েও থাকবেন।

বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিটে আবার রেসকোর্সের উদ্দেশে রওনা দেবে শাহের কনভয়। সেখান থেকে কপ্টারে বিমানবন্দরে পৌঁছবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে তাঁর বিমান দিল্লির উদ্দেশে পাড়ি দেবে। সব মিটিয়ে রাত ৮টার মধ্যে কৃষ্ণ মেনন মার্গে নিজের বাসভবনে ফিরে যাবেন শাহ। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে এ বারের থিম রামমন্দির। সেই আদলেই গড়ে উঠেছে পুজোর মণ্ডপ। রাতে বিশেষ আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে তা শাহ দেখতে পাবেন না বলেই মনে হয়। কারণ, তিনি দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফিরে যাবেন।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হরিনাম কীর্তন ও বৈষ্ণব ধর্মেও তাঁর ছোট থেকেই আলাদা উৎসাহ বা টান ছিল। নবদ্বীপে আয়োজিত এক সংস্কৃত তর্কযুদ্ধে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরকে তিনি তর্কে পরাজিত করলে তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কুড়ি বছর বয়সে নিমাই নবদ্বীপের বাড়িতে ,টোল স্থাপন করে সংস্কৃত ও ব্যাকরণের অধ্যাপনা শুরু করেন।এক ছেলে আগেই সংসার ত্যাগী হয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা মানবের দেবী

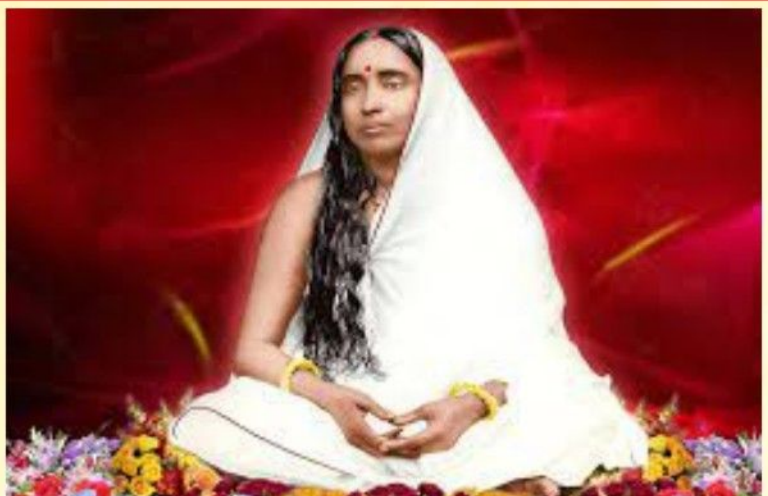

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

- একে। এরপর পাঁচ বছরের বালিকা সারদার বিবাহ হল চব্বিশ বছরের যুবক রামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর মন্দিরের পূজারি।চেতনানন্দ বুঝিয়ে বলছেন, এ ধরনের বাল্যবিবাহ সেকালে প্রচলিত ছিল। তবে, একে বলা উচিত বাগ্‌দান। কারণ, কন্যা দেহে-মনে সাবালিকা হওয়ার পরই তাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানো হত। কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীমায়ের বিবাহ এক আধ্যাত্মিক বন্ধন। ১৯২০ সালের ২০ জুলাই ৬৬ বছর বয়সে তিনি মহাসমাধী লাভ করেন পশ্চিমবাংলার কলকাতার বাগবাজার মায়ের বাড়িতে।মা জে আজো আমাদের ছেড়ে যাননি ,আমাদের মধ্যে রয়ে গেছেন তিনি। সেই কারণেই বরানগর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুর্গারূপে পূজিতা হন মা সারদা। হাওড়ার আমতার খড়িয়পে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ প্রেমবিহারেও মা দুর্গার সঙ্গে আরাধ্যা স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদাও। সেই ১৯৪৪ সাল থেকে মা সারদার প্রতিকৃতিকে দুর্গারূপে পুজো হয়ে আসছে বরানগর আশ্রমে। আর খড়িয়পে প্রেমবিহার প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ বিগত ১৯ বছর ধরেই এই রীতি চলে আসছে।বরানগরে চারদিন চার রূপে পুজো করা হয় মা সারদাকে। মা সারদাকে দুর্গারূপে পুজো শুরু হওয়ার পর বিসর্জন রীতি উঠে গিয়েছে আশ্রমে। বরানগরে মহাসপ্তমীর দিন সারদা মায়ের রাজরাজেশ্বরী বেশ। মাথায় থাকে সোনার কিরীট, বেনারসী ও আভরণে সুসজ্জিতা মা। অষ্টমীতে যেগিনী বেশী সারদা মা যেন তপস্বিনী উমা। গৈরিকবসনা, শিবস্বরূপা জটাজুটসমাযুক্তা তাঁর রূপ।আর নবমীর দিন তিনি কন্যারূপে আবির্ভূতা। এইদিনই কুমারী রূপে তাঁর পুজো করা হয়। দশমীতে মায়ের ষোড়শী বেশ। মা দুর্গা এদিনই পাড়ি দেন কৈলাসে। চারদিন বৈচিত্রের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় এই অভিনব পুজো। প্রতিমার বিসর্জন হয় না। এই আশ্রমে শুধু ঘট বিসর্জনই রীতি। এইসব রীতি-রেওয়াজ মধ্যেই মা সারদা হলেন ব্রহ্মবিদ্যা-র আঁধারস্বরূপ। তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে মা ঠাকুরের পদসেবা করার সময় বিনীত প্রশ্ন পেশ করেছেন, 'আমাকে কি বলে মনে মনে হয়।' শ্রীশ্রী ঠাকুরের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'যে মা মন্দিরে আছেন এভং ভবতারিনী নামে আমার পূজা গ্রহণ করছেন- তিনিই এখন শ্রীমা সারদা হয়ে আমার পদসেবা করছেন।' শ্রীমা সারদা ঈশ্বরী। গ্যাত্রী জননী। তিনি ছিলেন অগ্নি ন্যায় তেজদৃপ্ত। তৎকালীন সময় দেশব্যাপী ইংরেজ হটাও আন্দোলন। মা কিন্তু আমার মাতৃভূমি এমন ভাবাবেগে আপ্লুত হননি বা প্রশ্রয় দেননি। অথচ নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তায় স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং নিজেও প্রত্যয়ী থেকেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ উল্ল্যেখ করা যায় ইংরেজ সরকার প্রতিমুহূর্তে মায়ের বাড়ির প্রতি কড়া নজর রেখেছিল, যদিও সাহসে কুলোয়নি মা-কে ঘাটানোর। 'শ্রীশ্রীমা'-র কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত ছিল না, তবে অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী 'মা' দৃঢ় অথচ শান্তি আচার আচরণে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে গেছেন, তাঁর স্নেহের ছত্র ছায়ায় বহু বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। নীরবে-নিভৃতে কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। স্বামীজী শিবানন্দজীকে চিঠিতে লিখলেন, 'যার মা-র ওপর ভক্তি নেই তার ঘোড়ার ডিম হবে। সোজা বাংলা কথা। ঠাকুর বরং যাক। ঠাকুরের থেকে মা বড়ো দয়াল। মা-কে তোমরা বোঝনি। মায়ের কৃপা লক্ষগুণ বড়ো।' তাই মায়ের বিকল্প আর কোনো বড় শক্তি হতে পারে না এ যুগেও।মায়ের অন্তর শক্তির ঊর্ধ্বে আজও আমরা যেতে পারিনি কেউ, মায়ের চেতনার সেইরূপ।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন 'কেগো তুমি'; বালিকার উত্তর: এই আমি তোমার কাছে এলুম। যারা পূর্ব পূর্ব অবতারদের লীলা সঙ্গিনী রূপে এসেছিলেন, যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তাহলে অধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের জন্যে তাদের অবদানের স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু শ্রীশ্রী মা যে ভাবে ঠাকুরের ভারধারাকে চারিদিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর নিজেও মাকে শরীর ত্যাগের আগে বলেছিলেন: “এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে”। সেই অনেক বেশি কাজ শ্রীমা করেছেন তাঁর মৃতু স্মহের মাধ্যমে। ঠাকুরের সন্তানরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথকরূপে দেখতেন না। ঠাকুরেরই মাতৃরূপে আর একটি অভিব্যক্তি দেখতেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও বলেছেন: “ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।” তবেই সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'ও সারদা-স্বরস্বতী-জ্ঞান দিতে এসছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যান হয়। তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে'। ও (সারদা) জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধি মতী। তেলোভেলোর মাঠে এক দস্যুদম্পতি সারদাদেবীকে কালীরূপে দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুস্পপুত্র শ্রীমায়ের স্বমুখেই শুনেছিলেন যে, শ্রী শ্রী মা স্বয়ং মা-কালী, জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারীগন তখন মায়ের সেবক। তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন তো করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রহারাদিই করতেন। মাতা জানতেন, রাধু ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নহে বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারীকগণকে ডেকে মা বললেন: জান বেড়াল গুলোর জন্য চাল নেবে। যেন কারও বাড়ি না যায় গাল দেবে, বাবা। তারপর ভাবলেন শুধু এই টুকু বলাই বেড়ালের জগৎ ফিরবেনা। তাই আবার বললেন: দেখ জান বেড়ালগুলোকে মেরোনা। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি “যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরুপেন সংস্থিতী” তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন নিজ মাতৃভাবকে অবলম্বন করে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মা স্বমুখে বলেছেন: আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদ ও তেমন ছেলে। শরৎ স্বামী সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সম্পাদক, আর আমজাদ একজন ডাকাত। মা বলেছেন-“আমি সতের ও মা, অসতের ও মা”। মা যে বাস্তববাদী ছিলেন আর সে কারণেই স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 'শ্রীশ্রীমা' সম্পর্কে লিখছেন-একবার দুজন যুবক এল। দুজনেই রাজদ্রোহী। মা তাদের স্নান করতে পাঠালেন, তারা স্নান করে এলে তাদের দীক্ষা দিলেন। তারপর তাদের খাইয়ে দাইয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র যেতে বললেন। এসব ছেলেদেরও দীক্ষা দিতে মা এতটুকু ভয় পেতেন না। মা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ তখন একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছে দীক্ষা দিতে নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবক নিচে বসে রইলেন। তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন একজনকে বললেন তাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠালেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেন 'মায়ের যদি এক পারসী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আমার আর কি বলার আছে?' এই পারসী যুবকটি আর কেউ না, চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক বম্বের সোরাব মোদি। সেইজন্যে বিবেকানন্দের মতো ঠাকুর-অন্ত প্রাণ ভক্ত বার বার বলেছেন, মায়ের স্থান ঠাকুরেরও উপরে। হঠাৎ একটু খটকা লাগতে পারে। রামকৃষ্ণের আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচার করার ভার যে বিবেকানন্দের উপর ঠাকুর দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর মুখে এ কী কথা? কিন্তু বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, মায়ের মাধ্যমে ঠাকুর স্বয়ং নির্দেশ দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ তাই গুরুভাইদের ডেকে ডেকে বলছেন, ওরে, তোরা এখনও মাকে চিনলি না।বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে ফিরে এলেন দেশে। পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নে তাঁর বক্তৃতা সকল শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। ফিরে আসার পর মায়ের সঙ্গে তাঁর একটি সুন্দর সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। স্বামীজি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন মায়ের পায়ে। কত দিন পরে তাঁকে দেখে মায়ের চোখে পুত্রস্নেহ। উপস্থিত সকলে এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ উপলব্ধি করলেন। পাশ্চাত্যের রমণীদের সঙ্গে মায়ের সখ্যের উপর আছে কৌতূহলজনক আলোচনা। গ্রামের মেয়ে সারদা, এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না। কিন্তু চমৎকার আলাপচারিতা চালিয়ে যান সারা বুল, মিস ম্যাকলয়েড বা সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, কিন্তু আহার করেন এঁদের সকলের সঙ্গে। সিস্টার নিবেদিতা বলেন, মা, তুমি আমাদের কালী। মা বলেন, না না, তবে তো আমাকে জিভ বার করে রাখতে হবে। নিবেদিতা বলেন, তার কোনও দরকার নেই। তবু তুমি আমাদের কালী, আর ঠাকুর হলেন স্বয়ং শিব। মা মেনে নেন। নিজ হাতে রঙিন উলের ঝালর দেওয়া হাতপাখা বানিয়ে দেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতার সে কী আনন্দ এমন উপহার পেয়ে, সকলের মাথায় হাতপাখা ছোঁয়াতে থাকেন। মা বলেন, মেয়েটা বড় সরল। আর বিবেকানন্দের প্রতি আনুগত্য দেখবার মতো। নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে গুরুর দেশের কাজে লাগবে বলে। নিবেদিতার ভারতপ্রেম অতুলনীয়। এসব ছিল মায়ের মহিমা। মা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দের পরাস্ত করেছিলেন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাপ্রধান চার্লস অগস্টাস টেগার্ট-এর রিপোর্টের (১৯১৪) ভিত্তিতে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বিপ্লবীদের সাহায্য করা এবং আশ্রয় প্রদানের অভিযোগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ১৯১৬-র ১১ ডিসেম্বর বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন। সে-খবর পেয়েই শ্রীমা চটজলদি মঠের তৎকালীন সম্পাদক সারদানন্দ এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডকে পাঠালেন কারমাইকেলের কাছে। মা বুঝিয়ে বলতে বলেন যে, বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তা ব্রিটিশ সরকারেরই বিড়ম্বনা বাড়াবে। শেষ পর্যন্ত কারমাইকেলের হস্তক্ষেপে ব্রিটিশ সরকার বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা থেকে বিরত হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বিশেষ নজর ছিল বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া ইত্যাদি স্থানের উপরে। সেই সময়ে অনেক বিপ্লবী মায়ের অনুমতি নিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তরুণ বিপ্লবীদের জন্য তাঁর ভালবাসার অভাব ছিল না।স্বামী প্রেমানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'শ্রীমার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম, কর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। যাকে যা বলবেন, সে তাই করতে বাধ্য।' প্রেমানন্দের শ্রীমা সারদা সম্পর্কিত অভিমত এই যে, রাজরাজেশ্বরী মা শাক বুনে খাচ্ছেন, ভক্তের এঁটো কুড়োচ্ছেন, কাঙালিনী সেজে ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরছেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'সালার' এর সঙ্গেই মুক্তি পাচ্ছে 'ডানকি'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন উঠেছিল আসছে বড়দিনে দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের 'সালার' ছবির কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে বলিউড কিং খান শাহরুখ খানের 'ডানকি'। তবে সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে বাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ সামাজিক মাধ্যমে ব্রেকিং নিউজ দিয়ে জানিয়েছেন, বড় দিনেই মুক্তি পাচ্ছে ডানকি। তরণ তার পোস্টে লিখেছেন, 'ডানকি পেছানো হয়নি। ২০২৩-এর বড় দিনেই আসছে।'

এতে 'ডানকি' বনাম 'সালার' যুদ্ধ যেন প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে! ভারতের সবচেয়ে বড় সিনেমাটিক সংঘর্ষ দেখার অপেক্ষায় দর্শকরা। সামাজিক মাধ্যমে যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। শাহরুখ ও প্রভাস ভক্তদের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে এই মুহূর্তে সিনেমা দুটি ঘিরে হাইপ তুঙ্গে। ভারতীয় পোর্টাল ইন্ডিয়া টুডের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, রাজকুমার হিরানির সিনেমাটি স্থগিত করা হবে না। এটি ২২ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে, যেমনটি আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরপর তিনটি সিনেমা ব্যর্থ হওয়ায় প্রভাসের সালার নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশা অনেক বেশি।

এছাড়া সিনেমাটির পরিচালক প্রশান্ত নীল, যিনি কেজিএফের নির্মাতা। গুঞ্জন রয়েছে, সালারের সঙ্গেও কেজিএফের সংযোগ থাকতে পারে। তাই সালার ঘিরে ভক্তদের আগ্রহের পারদও তুঙ্গে। অপরদিকে প্রথমবারের মতো বলিউডের ব্লকবাস্টার পরিচালক রাজকুমার হিরানির সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করছেন শাহরুখ খান। তাই ডানকি ঘিরে শাহরুখভক্তদের প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া।

এখন দেখার বিষয়, কে কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে পারলে উভয় সিনেমাই বক্স অফিসে বাজিমাত করবে তা বলাই বাহুল্য।

জেনেলিয়ার সঙ্গে রোমান্স করবেন আমির

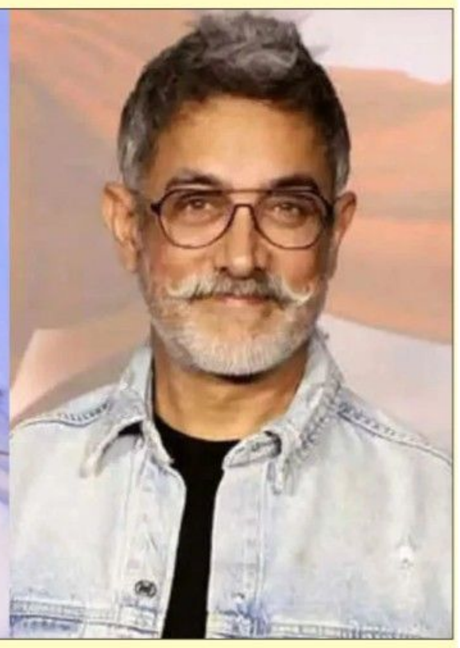

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক বছরের বিরতির পর 'সিতারে জমিন পার' সিনেমা নিয়ে ফেরার ঘোষণা দিলেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট' খ্যাত আমির খান। নিউজ১৮-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আমির খান নিজেই।

=এ আলাপচারিতায় আমির খান বলেন, এ বিষয়ে পাবলিকলি কথা বলিনি। এখনো বেশি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু এটা বলতে পারি, সিনেমাটির নাম 'সিতারে জমিন পার'। অবশ্যই মনে আছে 'তারে জমিন পার' সিনেমার কথা। আর এই সিনেমার নাম 'সিতারে জমিন পার'। কারণ আমরা একই থিম নিয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি। 'তারে জমিন পার' ছিল একটি আবেগঘন সিনেমা। আর এই সিনেমা আপনাকে হাসাবে, কাঁদাবে, বিনোদন দেবে।

এ সিনেমায় ৫৮ বছর বয়সী আমির খানের বিপরীতে কোন নায়িকা অভিনয় করবেন তা জানাননি। তবে গুঞ্জন উড়ছে, ২২ বছরের ছোট বলিউড অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডিসুজার সঙ্গে সিনেমাটিতে রোমান্স করতে আমির খান।

সিয়াসাত ডটকম জানিয়েছে, ৩৬ বছর বয়সী জেনেলিয়া ডিসুজা 'সিতারে জমিন পার' সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এ সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন আমির খান। আর আমির খানের বিপরীতে অভিনয় করবেন জেনেলিয়া। এতে এ জুটিকে রোমান্স করতে দেখা যাবে। সুপারস্টারের বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত জেনেলিয়া।

মামলা করে তনুশ্রী বললেন, রাখির জন্য বিয়ে করতে পারিনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আবারও বিতর্কে জড়ালেন রাখি সাওয়ান্ত। এবার অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত তার নামে এফআইআর দায়ের করলেন। তিনি ওশিওয়ারা পুলিশ স্টেশনে রাখির নামে অভিযোগ করেন। তনুশ্রীর অভিযোগ, তাকে মানসিকভাবে হেনস্থা করেছেন রাখি।

এ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি তনুশ্রী বলেন, 'আমি এখানে রাখি সাওয়ান্তের নামে অভিযোগ করতে এসেছি। ২০১৮ সালে মি টু মুভমেন্টের সময় উনি যেভাবে আমায় মানসিক হেনস্থা করেছিল, সেটা সহ নানা কারণের এই অভিযোগ করেছি।'

তনুশ্রী আরও বলেন, 'রাখি আমাকে নিয়ে যা যা মন্তব্য করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটার রেকর্ড বানিয়েছি আমরা। এবার ওকে আর ছাড়ব না। ওর নামে এই অভিযোগ করলাম, এবার লড়াই শুরু হল। তাড়াতাড়ি উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে, আমি পুলিশকে সবটা জানিয়েছি।'

এই প্রসঙ্গে তনুশ্রী বলেন, 'হর্ন ওকে প্লিজ' সিনেমার সময় ওরা রাখিকে সরিয়ে আমায় নিয়েছিল। এরপর নানা পাটেকারের জন্য আমাকে বাদ দিয়ে আবার রাখিকে সিনেমাতে নেয়া হয়। এটা পুরোপুরি একটা প্ল্যান ছিল, যাতে ওরা আমার নাম ব্যবহার করে পাবলিসিটি পেতে পারে। আমার সমস্ত চেক বাউন্স করিয়ে দিয়েছিল ওরা। গোটাটাই একটা প্ল্যান ছিল, আর রাখি এইটার অংশ ছিল।

অভিনেত্রীর কথায়, রাখির জন্য আমি অনেক মানসিক এবং শারীরিক ট্রমার মধ্যে দিয়ে গেছি। উনি আমার নামে যা যা সব বলেছিলেন সেগুলো আমি নিতে পারিনি। প্রতি বছর রাখি কোনো না কোনো নতুন টপিক নিয়ে হাজির হন লাইম লাইটে থাকার জন্য। ওর জন্যই আমার বদনাম হয়েছে, রেপুটেশন খারাপ হয়েছে। রাখির কারণে বিয়ে করতে পারেননি তনুশ্রী। এ তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'রাখি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আক্রমণ করে কথা বলেছে। রাখির জন্য আমি বিয়ে করতে পারিনি। দীর্ঘ দিন তিনি আমাকে বিরক্ত করেছেন।'

কিন্তু ২০১৮ সালের ঘটনার জন্য এখন কেন এফআইআর করলেন তিনি? তনুশ্রীর কথায়, 'আমি নানা পাটেকরের নামে ২০০৮ এবং ২০১৮ সালে কেস করেছি। ২০১৮ সালে রাখি ওর নোংরা এবং সস্তামানের ভিডিও বানিয়ে আমায় অসুস্থ করে দিয়েছিলেন। আমি এবার ফিরে এসেছি, এবার আমি পদক্ষেপ নেব এবং দেখবো যাতে ওর সব কাজের জন্য শাস্তি পান।'

তনুশ্রী জানান, তাকে নিয়ে রাখির বানানো ভিডিও দেখে রোজ কাঁদতেন তিনি। তার মতে গোটা ইন্ডাস্ট্রির সামনে রাখি তার ইমেজ নষ্ট করে দিয়েছেন। তার মিথ্যা অভিযোগের জন্য আমেরিকায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করতে হয় তাকে।

কেনো কাঁদলেন শ্রেয়া ঘোষাল

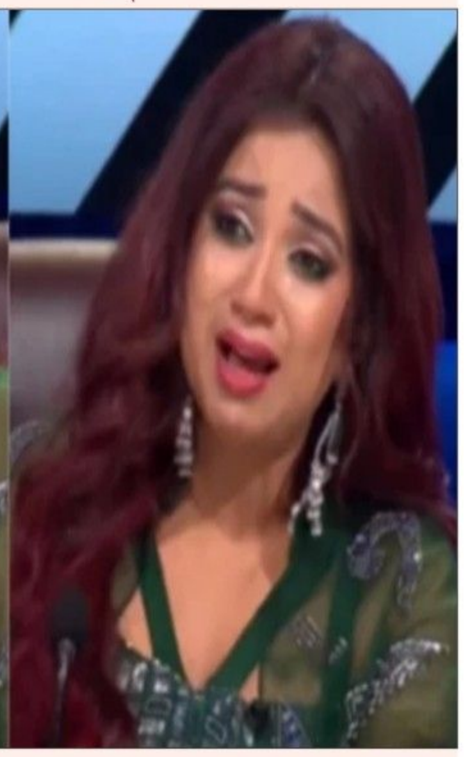

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঞ্চে হঠাত হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। ধুয়ে যাচ্ছে তার মেকআপ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। তবুও কেঁদেই চলেছেন। তবে এ কান্না কষ্টের নয়, আনন্দের, সঙ্গীতের বিমূর্ততার।

'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর নতুন আসরে বিচারকের আসনে বসেছেন শ্রেয়া ঘোষাল। সেখানে হাজির হয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন এক প্রতিযোগী। তার কণ্ঠে ওঠে লতা মঙ্গেশকর ও উদিত নারায়ণের 'লাগান' সিনেমার সেই আইকনিক 'ও পালনহারে' গান।

প্রতিযোগীর সুরেলা কণ্ঠ, তার জেদ, হার না মানার অদম্য প্রয়াস দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি শ্রেয়া। মুহূর্তেই কেঁদে ফেলেন তিনি। শ্রেয়ার ওই কান্নায় যোগ দিয়েছেন সহ বিচারক বিশাল দাদলানীও, আর অনুরাগীরা তো রয়েছেনই।

এর আগে 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর বিচারক ছিলেন নেহা কাক্কার। মাঝেমধ্যেই প্রতিযোগীর দুঃখে 'সমব্যথী' হয়ে কাঁদতে দেখা যেত তাকে। যদিও ক্রমাগত কান্নার কারণে নেহা কাক্কারকে নিয়ে একাধিকবার ট্রল হয়েছে। তবে শ্রেয়ার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। যে মানুষটাকে কোনোদিন এভাবে ভেঙে পড়তে দেখা যায়নি তাকে প্রথমবার এভাবে কাঁদতে দেখে দিশেহারা সকলেই।

দৃষ্টিশক্তিহীন সেই প্রতিযোগীর নাম ছিল মেনুকা। প্রথম গানেই ভক্তদের তো বটেই, বিচারকদের মনও জয় করে নিয়েছেন তিনি। আগামী দিনে কতদূর পৌঁছাবেন এই প্রতিযোগী এখন সেটাই দেখার পালা।

রোনালদো ম্যাজিকে

ইউরোর মূল পর্বে পর্তুগাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বৃষ্টির অবারিত ধারা, আর তার মাঝেই দৃষ্টিনন্দন গোল ও উদযাপনের মাধ্যমে পুরো বিষয়টিকে কাব্যিক করে তুললেন ফুটবলের মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তারই গোলের কল্যাণে পর্তুগাল শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। আর নিশ্চিত হলো ইউরোর মূল পর্বের টিকিট।

ইউরো বাছাইয়ের ম্যাচে মুখোমুখি হয় পর্তুগাল ও স্লোভাকিয়া। ম্যাচটিতে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে রোনালদোর দল পর্তুগাল। দলের পক্ষে জোড়া গোল করেন তিনি। এছাড়া একটি গোল করেন গনসালো রামোস। অপর দিকে স্লোভাকিয়ার পক্ষে গোল করেন ডেভিড হ্যানকো ও স্ট্যানিস্লাভ লোবোটকা। ম্যাচটির ১৮তম মিনিটে গোলের দেখা পায় পর্তুগাল। দলটির ফরোয়ার্ড গনসালো রামোস হেড থেকে গোল করেন ব্রুনো ফার্নান্দেসের সহায়তায়। এর ২০ মিনিটে পেনাল্টির সুযোগ পায় পর্তুগাল। আর সেখান থেকে ডান পায়ের সহজ শটে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদো। তাতে প্রথামার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় ফেরার চেষ্টা করে স্লোভাকিয়া। সফলতা এসেও যায় ৬৯ মিনিটে। দলটির ডিফেন্ডার হ্যানকো ব্যবধান কমিয়ে ২-১ করেন। অবশ্য এই গোলের উদযাপন করতে সময় দেননি রোনালদো। কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যে আবারও স্কোরশিটে নাম লেখান আল-নাসর তারকা। ৭২ মিনিটে ব্রুনোর বাড়ানো বলে ডান পায়ের আলতো ছোঁয়ায় জোড়া গোলের খাতায় নাম লেখান তিনি। আর পর্তুগাল ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-১ করে।

তবে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় স্লোভাকিয়াও। দলটি ৮০ মিনিটে গোল করে ম্যাচে ফেরার বার্তা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমতাসূচক গোলটি করতে ব্যর্থ হয় দলটি। আর তাতে ৩-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রোনালদোর পর্তুগাল। 'জে' গ্রুপে প্রথম সাত ম্যাচের সবকটি জিতে তিন ম্যাচ হাতে রেখেই ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে জায়গা করে নিল দলটি।

আইসিসির সেপ্টেম্বরের সেরা গিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ বিশ্বকাপের ঠিক আগে ওয়ানডেতে দারুণ ফর্মে ছিলেন শুভমান গিল। এবার সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার হাতে পেলেন ভারতীয় ব্যাটার। আইসিসির সেপ্টেম্বরের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। মাসসেরা নির্বাচিত হওয়ার পথে গিল পেছনে ফেলেছেন ভারতীয় দলে তার সতীর্থ মোহাম্মদ সিরাজ এবং ইংল্যান্ডের ওপেনার ডেভিড মালানকে।

সেপ্টেম্বরে ব্যাট হাতে ৮০ গড়ে ৪৮০ ওয়ানডে রান পেয়েছেন গিল। এর মধ্যে গত এশিয়া কাপে ৭৫.৫ গড়ে করেন ৩০২ রান। ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারায় ভারত। ওই ম্যাচে ২৭ রান করে অপরাজিত থাকেন গিল।

বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাটিতে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৭৮ রান করেন গিল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হাঁকান দারুণ এক সেঞ্চুরি। এর আগে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিপক্ষেও তিন অঙ্কের দেখা পান তিনি। দুই সেঞ্চুরি ছাড়াও গত মাসে ৩টি হাঁফ সেঞ্চুরি হাঁকান গিল। ওই মাসে মাত্র দুইবার ৫০-এর কম রান করেন ২৪ বছর বয়সী ব্যাটার।

এখন পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৩৫টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলা গিল ৬৬.১ গড়ে ১৯১৭ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১০২.৮৪। আইসিসির ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে তার অবস্থান এখন দুইয়ে। এবারের বিশ্বকাপে ভারতের জার্সিতে এখনও মাঠে নামা হয়নি গিলের। ইনজুরির কারণে তার দলে ফেরা এখনও অনিশ্চিত।

বিশ্বকাপের 'সেরা' অলরাউন্ডার সাকিব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেরা শব্দটা বরাবরই নানা সমালোচনা আর মত পার্থক্যে ঘেরা। তবুও পরিসংখ্যান বিবেচনায় তো কাউকে সরাসরি সেরা বলেই দেয়া যায়। যদিও সেরা তকমাটা লাগাতে অনেক সময় পরিবেশ-পরিস্থিতি ও কার্যকরিতাও বিবেচনায় নিতে হয়।

তবে পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বকাপের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল এবং শ্রীলঙ্কান সনাথ জয়সুরিয়াকে টপকে সাকিব পরিসংখ্যানের শীর্ষে উঠে গেছেন।

পাঁচ বিশ্বকাপে সাকিব ১ হাজার ২০১ রান করেছেন। নিয়েছেন ৩৮ উইকেট। সেই পরিসংখ্যান তাকে বিশ্বকাপের সেরা অলরাউন্ডার করে তুলেছে। এই তালিকায় তারচেয়ে পেছনে আছেন ইমরান খান-কপিল দেবের মত সাবেক তারকারা। ২০০৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫টি বিশ্বকাপে খেলেন ক্রিস গেইল। ৩০ ম্যাচে ১ হাজার ১৮৬ রান এবং ১৬টি উইকেট শিকার করেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক জয়সুরিয়ার। তিনি ১৯৯২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত মোট ৫টি আসরে অংশ নিয়েছিলেন। একবার বিশ্বকাপ জেতা জয়সুরিয়া ৩৮ ম্যাচ খেলে সর্বমোট ১ হাজার ১৬৫ রান ও ২৭ উইকেট সংগ্রহ করেন। সাকিব আল হাসান এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে ৩১টি ম্যাচ খেলে ১ হাজার ২০১ রান ও ৩৮ উইকেট নিয়েছেন।

স্টইনিসের আউট নিয়ে তোলপাড়!

আইসিসির ব্যাখ্যা চাইবে অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের শুরুটা ভালো হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। ভারতের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেও হারতে হলো পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। হারের ব্যবধানও বিশাল। ১৩৮ রানে হেরে মাঠ ছাড়ে তারা। তবে তা ছাপিয়ে আলোচনায় মার্কাস স্টইনিসের আউট। তা নিয়ে আইসিসির কাছে ব্যাখ্যা চাইবে অস্ট্রেলিয়া। লক্ষ্ণৌতে গতকাল ৩১২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭০ রানেই ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। দলের ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে মাঠ ছাড়েন মার্কাস স্টইনিস। কাগিসো রাবাদার বলে কট বিহাইন্ড হয়েছেন তিনি। বল স্টইনিসের ডানহাতের গ্লাভসে লেগেছিল বটে। কিন্তু রিপ্লেতে দেখা যায় সেই হাতের সঙ্গে ব্যাটের কোনো সংযোগ ছিল না! তারপরও টিভি আম্পায়ার রিচার্ড কেটেলবোরো আউট ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন, 'ওই হাতটা (ডান) তো অন্য হাতের সংস্পর্শে ছিল আর সেটা (বাঁ হাত) দিয়ে ব্যাটটা ধরে রেখেছিলেন।'

সেই অসন্তোষ প্রকাশ করে অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। আমি নিশ্চিত আউটের ব্যাপারে আইসিসির কাছ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।'

স্টইনিস যখন আউট হন তখন নন-স্ট্রাইকপ্রান্তে ছিলেন মার্নাস লাবুশেন। ম্যাচশেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনিও কোচের সুরে কথা বললেন, 'তারা (আম্পায়ার) যেটা দেখার দেখেছে। তবে দেখে মনে হয়েছে বল গ্লাভস ছোঁয়ার সময় ব্যাটে তার হাতটা ছিল না। ক্যামেরা কিন্তু সাইডের অ্যাঙ্গেল থেকে ধরা হয়নি। মার্কাস (স্টইনিস) ও আমি জানতে চেয়েছিলাম ওই অ্যাঙ্গেল থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে কি না।'

'তারা "স্পাইকটা" (বল গ্লাভসে লাগার দাগ) দেখেছে সামনে থেকে। কিন্তু পাশ থেকে জুম করে দেখা হয়নি। তবে দুটি গ্লাভসের মধ্যে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ব্যবধান ছিল। আমি তৃতীয় আম্পায়ারের কক্ষে গিয়েছিলাম আর সেখানে স্ক্রিনও অনেক বড় ছিল।'

লাবুশেন এরপর বলেছেন, 'ব্যাপারটা আসলেই বিভ্রান্তিকর এবং আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে কিংবা আমরা ব্যাখ্যা চাইব। এটা তো বিশ্বকাপ, এমন টুর্নামেন্টে আমরা চাই না ছোটখাটো সিদ্ধান্তগুলোর জন্য ম্যাচের ফল পাল্টে যাবে, যেটা (সিদ্ধান্ত) এড়ানো যেত।'

পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কিউইরা;

ম্যাচসেরা হয়ে যা বললেন ফার্গুসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টাইগারদের সহজেই হারিয়ে দিয়েছে কিউইরা। শুরুতে ওপেনার রাচিন রবীন্দ্রকে হারিয়ে খানিকটা চাপে পড়েছিল নিউজিল্যান্ড। তবে সেই চাপ দারুণভাবে সামলে নিয়েছেন ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও তিনে নামা কেইন উইলিয়ামসন। শেষ পর্যন্ত টাইগারদের ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে ২৪৬ রানের টার্গেটে খেলতে নামা নিউজিল্যান্ড। আর চেন্নাইতে বাংলাদেশকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠে গেছে কিউইরা। এর আগে টাইগারদের ব্যাটিং লাইন-আপকে ধসিয়ে দেওয়ার মূল ভূমিকা রেখেছিলেন লকি ফার্গুসন। ১০ ওভারে ৪৯ রানে তিনি ৩ উইকেট তুলে নেন। যা তাকে ম্যাচসেরার পুরস্কার এনে দিয়েছে।

ম্যাচ শেষে সেরা ক্রিকেটারের স্বীকৃতি পেয়ে এই কিউই পেসার বলেন, 'এটি দারুণ দলীয় প্রচেষ্টা। তাদের দারুণ চাপে ফেলে আমি নিজের দায়িত্ব পালন করেছি। হায়দরাবাদের চেয়ে এখানে বেশি বাউন্স পেয়েছি। নতুন বলেও সেটি দারুণভাবে ফলেছে। তবে সবাই অলরাউন্ড পারফর্ম করেছে। সবার প্রচেষ্টাতেই টানা তিন ম্যাচ জিতলাম আমরা।'

বিশ্বকাপ ধামাকা

লঙ্কানদের টানা তিন হারের স্বাদ দিয়ে

প্রথম জয় অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এই ম্যাচের আগে শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নই চলতি বিশ্বকাপে খেলেছিল দুইটি করে ম্যাচ। আর উভয়েই হেরেছিল নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে। তবে লঙ্কানদের টানা তিন হারের স্বাদ দিয়ে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেল অজিরা।

শ্রীলঙ্কাকে আজকের ম্যাচে ৫ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ৩৫ ওভারেই ম্যাচ জিতে নিয়েছে প্যাট কামিন্সের দল।

সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমেও প্রথমে হোঁচট খেয়েছিল অজিরা। ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের পর ডাক মেরে ফেরেন তিনে নামা স্টিভেন স্মিথ। তবে আরেক ওপেনার মিশেল মার্শ হাল ধরেন। তিনি মার্নাস লাবুশানের সাথে তিনি ৫৬ রানের জুটি গড়ে ধাক্কা সামলে নেন। মার্শ ফিরলেও জশ ইলিংশের সাথে ৭৭ রানের জুটি গড়ে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান লাবুশানে। এরপর ছোট ছোট জুটিতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫ ওভার ২ বলে ২১৫ রান তোলে অজিরা। অজিদের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছেন ইংলিশ। মার্শ করেছেন ৫২ রান। এর আগে ১২৫ রানের উদ্বোধনী জুটির পরও অস্ট্রেলিয়ার বোলিং দাপটে মাত্র ২০৯ রানেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও কুসাল পেরেরা বেশ শক্ত রানের ভিত গড়েন।

১২৫ রানে শ্রীলঙ্কার প্রথম উইকেটের পতন হয়। এরপর দলের হাল ধরেন পেরেরা ও অধিনায়ক কুশাল মেন্ডিস। ৩২ রানের জুটি গড়ে পেরেরা ফিরলে লঙ্কা শিবিরে ভাঙনের শুরু হয়। এরপর ধারাবাহিক বিরতীতে পড়তে থাকে উইকেট।

আর কোনো বড় জুটি গড়তে পারেনি লঙ্কান ব্যাটাররা। ৮৪ রান তুলতেই তারা হারিয়েছে ৯ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে হয়ে লঙ্কানদের ধসিয়ে দিয়েছেন স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। তিনি লঙ্কানদের চার ব্যাটারকে সাজঘরে ফিরিয়েছেন। মিশেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্স নিয়েছেন দুইটি করে উইকেট।

ভেনেজুয়েলায়

হোঁচট খেলো তারকায় ঠাসা ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রিচার্লিসনের মতো তারকায় ঠাসা আক্রমণ ভাগ ব্রাজিলের। তারপরও ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে জ্বলে উঠতে পারল না। মাঠে কেবল আধিপত্যই দেখালেন, তবে ফিনিশিংটা হলো না নিজেদের মতো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেট পিস থেকে পাওয়া গোলে ম্যাচে এগিয়ে ছিল ব্রাজিল। কিন্তু সেই গোল আগলে রাখতে পারলো না পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। শেষ দিকের গোলে ব্রাজিলের উৎসবের আয়োজন ভেস্তে দিল ভেনেজুয়েলা।

অ্যারেনা পান্তানালে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকালে ২০২৬ বিশ্বকাপের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-১ ড্র করেছে ব্রাজিল। গাব্রিয়েল ব্রাজিলকে এগিয়ে নেওয়ার পর এদুয়ার্দ বেলো ভেনেজুয়েলাকে সমতায় ফেরান।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই আক্রমণ শাণায় ব্রাজিল। নেইমারের পাস ধরে রিচার্লিসন ক্রস বাড়ান গোলমুখে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বলের নাগাল পাওয়ার আগেই ভেনেজুয়েলা ডিফেন্ডার ওসারিও ভেস্তে দেন আক্রমণ। এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে প্রথমার্ধে, তবে গোল পায়নি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আক্রমণের গতি কিছুটা বাড়ে ব্রাজিলের। ৪৮তম মিনিটে পায়ের কারিকুরিতে জায়গা বের করে নেওয়ার পর নেইমারের শট ফিস্ট করে আটকান গোলরক্ষক। দুই মিনিট পরই কাঙ্ক্ষিত গোল আদায় করে নেয় টানা দুই ম্যাচ জিতে আসা ব্রাজিল। নেইমারের কর্নার থেকে গতিময় হেডে জাল খুঁজে নেন গাব্রিয়েল।

কোণঠাসা ভেনেজুয়েলা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বেলোর দুর্দান্ত গোলে। জেফারসন সাভারিনোর ক্রসে ওভারহেড কিকে লক্ষ্যভেদ করেন বেলো। পোস্টের নিচে এদেরসনের কিছুই করার ছিল না। বাকিটা সময় নেইমাররা পারেনি গোল করতে। তাতে চলতি বাছাইয়ে জয়ের ধারায় ছেদ পড়ে ব্রাজিলের।

এদিকে, শুক্রবার ভোরে নিকোলাস ওতামেন্দির গোলে প্যারাগুয়েকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে টেবিলে শীর্ষে ওঠে আর্জেন্টিনা। আর শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের পথে হোঁচট খেয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ব্রাজিল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR